মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৪২৬৩/৪১৬

তারিখ : ২৯-০৮-২০২৩ খ্রি.

বিষয় : সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জনাব শুক্লা রানী মন্ডল-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রসঙ্গে।

সূত্র : বিগত ০৭-০৮-২০২৩ খ্রি. তারিখের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির ৮২/১তম সভার ৮২/১(২) নং আলোচ্যসূচির ০৬ নং ক্রমিকের সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন "জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়" এর সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জনাব শুক্লা রানী মন্ডল-এর বিরুদ্ধে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব উত্তম কুমার পাল কর্তৃক আনীত অভিযোগ তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

অভিযোগের ছায়া কপি সংযুক্ত :

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে
স্বাক্ষরিত
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিকও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
ফোন : ০২৪৭৭৭৬২৭০৫

জেলা প্রশাসক
বাগেরহাট

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৪২৬৩/৪১৬(১-৭)

তারিখ : ২৯-০৮-২০২৩ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো :

১। জেলা শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট ।
৪। সভাপতি, এডহক/ম্যানেজিং কমিটি, জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
৫। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
৬। সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জনাব শুক্লা রানী মন্ডল, জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
৭। সংরক্ষণ নথি।

২৯/০৮/২০২৩
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিকও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর

২৯/৮/২৩

জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট
ইন: ১১৪৭৬৫, এমপিও কোড: ৫৯০১১০১৩০১ বিদ্যালয় কোড: ৪২৬৩

স্মারক নং-জাউবাবি/২৯/১৯

তারিখ: ০১/০৭/১৯

বরাবর,
চেয়ারম্যান
আপিল এন্ড আরবিট্রেশন
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর।

মাধ্যমঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ

বিষয়ঃ **বাগেরহাট জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (ইন: ১১৪৭৬৫)-এর সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষিকা জনাব শুক্লা রানী মন্ডল (ইনডেক্স নং-২১৯৩৪৯)-কে স্থায়ী বরখাস্ত ও বেতন বন্ধের জন্য অনুমোদন দানের আবেদন।**

মহাত্মন,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ইং ৮/৫/২০১৯ তারিখে স্মারক নং- জাউবি/২৮/১৯, রেজিষ্ট্রি নং-৪০৩ ডাকযোগে বিষয় উল্লেখিত দরখাস্তখানা ও সংযুক্ত সকল কাগজপত্র আপনার জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত দরখাস্তখানা আপনার দপ্তরের রেজিস্ট্রি খাতায় ৫১নং ক্রমিকে সংযুক্ত আছে। দরখাস্তখানা ও সংযুক্ত কাগজপত্রের পরিধি অনেক বড় হওয়ায় অনলাইন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে অনলাইন আবেদন করতে হবে জানতে পেরে অনলাইন আবেদন করার জন্য প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)-এর দরখাস্ত, অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি মহোদয়ের অভিযোগনামাসহ আবেদনপত্র, আদালতের শেষ আদেশ পত্র, স্বীকৃতি নবায়ন পত্র ও চলতি কমিটির অনুমোদনপত্র সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

অতএব, মহাত্মনের নিকট একান্ত আবেদন, সকল অভিযোগ ও সকল বিষয়ে পর্যালোচনা করে ও দাখিলী সকল কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলকে স্থায়ী বরখাস্তকরনের আবেদনখানি মঞ্জুর করে স্থায়ী বরখাস্তসহ বেতন বন্ধের জন্য অনুমোদন দানে মর্জি হয়।

নিবেদক

২৯/০৫/১৯

উত্তম কুমার পাল (বি.এ,বি.এড)
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা,বাগেরহাট
ইনডেক্স নং ০৮৬৬৯

জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট
ইন: ১১৪৭৬৫, এমপিও কোড: ৫৯০১১০১৩০১ বিদ্যালয় কোড: ৪২৬৩

স্মারক নং-জাউবাবি/২৮/১৯ তারিখ: ০৮/৫/২০১৯

বরাবর,
চেয়ারম্যান
আপিল এন্ড আরবিট্রেশন
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর।

মাধ্যমঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়ঃ বাগেরহাট জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (ইন: ১১৪৭৬৫)-এর সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষিকা জনাব শুক্লা রানী মন্ডল (ইনডেক্স নং-২১৯৩৪৯)-কে স্থায়ী বরখাস্তসহ বেতন বন্ধের জন্য অনুমোদন দানের আবেদন।

মহাত্মন,

বিনীত নিবেদন এই যে, শুক্লা রানী মন্ডল গত ইং ২৬/০৭/২০১০ তরিখ বাগেরহাট জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইলেও উক্ত নিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম পরিলক্ষিত হওয়ায় উক্ত নিয়োগ প্রাপ্তির বিরুদ্ধে বাগেরহাট সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে উক্ত নিয়োগের বিরুদ্ধে দেঃ ২৬২/১০নং নিষেধাজ্ঞার মোকর্দ্দমা হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত গত ইং ২৭/০৩/২০১২ তরিখ দোতরফা সূত্রে জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলের নিয়োগ পত্রটি বেআইনী অকার্য্যকর মর্মে ঘোষণার ডিক্রী হয় এবং উক্ত ডিক্রীতে উল্লেখ থাকে যে, অত্র শুক্লা রানী মন্ডল ঐ নিয়োগপত্র দ্বারা যাহাতে তাহার নাম এম.পি.ও ভূক্ত করিতে না পারে তৎবাবদ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা বারিত করা হইল মর্মে উল্লেখ রয়েছে। জনাব শুক্লা রানী মন্ডল উক্ত রায় ডিক্রীর বিরুদ্ধে বাগেরহাট বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে দেঃ আঃ ৬৯/১২ নং মকর্দ্দমা করিয়া পরাজিত হন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন অনিয়ম দূর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন নেতা কর্মীর ছত্র ছায়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ ঢাকা এর স্মারক নং ও.এম-৬৪৫৫-ম/২০০৬/১২৩৫২/৩, ইং ৩০/৯/২০১৩ তারিখের মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে এক চিঠির মাধ্যমে বে-আইনীভাবে স্ব-পদে যোগদান করিয়া বে-আইনীভাবে এতদিন দূর্নিতির মাধ্যমে সরকারী বেতনভাতাদি উত্তোলন করিয়াছেন।

তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর হইতে বিভিন্নভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতি অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার তাহার বিরুদ্ধে পরিলক্ষিত হইতে থাকিলে ঐ সকল বিষয় অত্র বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে উত্থাপিত হইলে গত ইং ২৫/১২/২০১৭ তারিখ ম্যানেজিং কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঐ সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জনাব শুক্লা রানী মন্ডল-এর বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উক্ত ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ইং ২৬/১২/২০১৭ তারিখ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অত্র বিদ্যালয়ের সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষককে অভিযোগের বিষয়গুলি উল্লেখে কারন দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন এবং সাত দিনের মধ্যে জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলকে ম্যানেজিং কমিটি বরাবর লিখিত জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইলেও তিনি যথাযথ সময়ে কারণ

দর্শানোর নোটিশের কোন জবাব প্রদান করেন নাই। যাহা অন্যায় ও বে-আইনী হইতেছে। তিনি ক্ষমতার অপব্যাবহারের মাধ্যমে পেশাগত বেশকিছু অসদাচারণ একের পর এক করিয়া চলিতে ছিলেন মর্মে ম্যানেজিং কমিটির নিকট পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

(ক) বিগত ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ এর দুটি অর্থ বছরে ২,৫৯,২০৯/- (দুইলক্ষ উনষাট হাজার দুইশত নয়) টাকা ভুয়া অতিরিক্ত ভাউচার জমা প্রদান করিয়া অবৈধভাবে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করার প্রমান পাওয়া যায় যাহা আভ্যন্তরিন অডিটে পরিলক্ষিত হয়।

(খ) অত্র স্কুলে নির্মাণ কমিটি ও মালামাল ক্রয়ের জন্য সাব কমিটি থাকা সত্ত্বেও উক্ত কমিটির অনুমোদন বা কমিটিকে অবহিত না করিয়া বা সাব কমিটির অজ্ঞাতসারে একক ক্ষমতাবলে বে-আইনীভবে নিয়ম বহির্ভূতভাবে স্কুলের নির্মাণ কাজ তড়িঘড়িভাবে করিয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন যাহা তদন্তে অনিয়ম ও আত্মসাৎ করার বিষয় পরিলক্ষিত হয়।

(গ) অর্থ বছরের শেষে বা মাস শেষে ক্যাশ বইয়ের উদ্বৃত্তের সাথে ব্যাংক ষ্টেটমেন্টের মিল না থাকায় স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়গুলি ভাবাইয়া তোলে।

(ঘ) প্রধান শিক্ষিকা জনাবা শুক্লা রানী মন্ডল সঞ্জয় কুমার দাসকে অত্র স্কুলে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে চাকুরী দেওয়ার নামে তাহার নিকট থেকে ২,৭৬,০০০/- (দুইলক্ষ ছিয়াত্তর হাজার) টাকা অবৈধ ঘুষ গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করায় সঞ্জয় কুমার দাস মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নিকট টাকা আদায় করিয়া পাওয়ার তদন্তের জন্য জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইলে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নিকট থেকে প্রতিনিধি জনাবা হিমাদ্রী খীসা সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত বিষয়ে তদন্তের জন্য অত্র স্কুলে আসায় বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জাজনক ছিল এবং যাহা বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিতও হয় যাহাতে স্কুলের ভাবমূর্তি মারত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়। বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় আছে। যাহা বাগেরহাটবাসীর জন্য লজ্জাজনক ছিল।

(ঙ) জনৈক বিষ্ণুপদ পালকে অত্র স্কুলে নৈশপ্রহরী হিসেবে চাকুরী দেওয়ার নামে জনাবা শুক্লা রানী মন্ডল ও তার স্বামী বাবু বিবেকানন্দ সমদ্দার তাহার (বিষ্ণুপদ) নিকট থেকে ২,১০,০০০/- (দুইলক্ষ দশ হাজার) টাকা অবৈধ ঘুষ গ্রহন হিসাবে আত্মসাৎ করিয়া উক্ত বিষ্ণুপদ পালকে চাকুরী না দেওয়ায় বিষ্ণুপদ পাল বাগেরহাট বিজ্ঞ অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সি.আর ৩৯২/১৭নং ফৌজদারী মকর্দ্দমা করেন। বিজ্ঞ আদালত তদন্তে সত্য রিপোর্ট পাওয়ায় জনাবা শুক্লা রানী মন্ডল ও তার স্বামী বিবেকানন্দ সমদ্দার এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেন যাহা বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় স্কুলের সুনাম, মর্যাদা মারত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়। বর্তমানে উক্ত মকর্দ্দমাটি বিচারধীন আছে।

(চ) অত্র স্কুলের জনতা ব্যাংক লিঃ রেলরোড, বাগেহরাট শাখার এ্যাকাউন্ট নং-০০২০১৪৬৮/৩ (০১১০০০৩০২১৮৮৭১) হইতে একই চেকবইয়ের পাতা দীর্ঘ এক বছর ধরে গত ইং ২৯/৩/১৭ তারিখে ৮১৯৮০০৩নং চেকে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা, ইং ২৭/৪/১৭ তারিখে ৮১৯৮০০৪নং চেকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, ইং ৩১/৫/১৭ তারিখে ৮১৯৮০০৫নং চেকে ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা, ইং ২২/৬/১৭ তারিখে ৮১৯৮০০৭নং চেকে ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা, ইং ২১/৯/১৭ তারিখে ৮১৯৮০০৮নং চেকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, ইং ২৪/১০/১৭ তারিখে ৮১৯৮০০৬নং চেকে ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা, ইং ১২/১১/১৭ তারিখে ৮১৯৮০১০নং চেকে ১৪,০০০/- (চৌদ্দ হাজার) টাকা, সর্বশেষ নুতন আর একটি চেকের পাতা ইং ০৬/১২/১৭ তারিখে ৭৭০৮৬৭৩নং চেকে ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা (এই ৯,০০০/- টাকা উঠানোর সময় ধরা পড়ে) মোট ৭৮,০০০/- (আটাত্তর হাজার) টাকা স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল বাকী তালুকদার এর স্বাক্ষর জাল করিয়া জনাবা শুক্লা রানী মন্ডল ও অফিস সহকারী জনাব উজ্জল কুমার পাল ব্যাংক থেকে অবৈধ উপায়ে গোপনে টাকা তুলিয়া লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং অপর একটি এ্যাকাউন্ট যাহা অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড বাগেরহাট শাখার পি.টি.এ. এ্যাকাউন্ট নং ০২০০০০১৫০৩৪৬৮ হইতে গত ইং ১২/৭/২০১৫ তারিখে ০০২৬৯৬১নং চেকে ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা, ০৪/১২/২০১৬ তারিখ ০০২৬৯৬৪নং চেকে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা এবং ০৪/৭/২০১৭ তারিখে ০০২৬৯৬৫নং চেকে ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা মোট ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা সর্বমোট (৭৮,০০০+৩০,০০০)=১,০৮,০০০/- (একলক্ষ আট হাজার) টাকা পি.টি.এ সভাপতি জনাব আশরাফ মল্লিক (অভিভাবক সদস্য) ও সদস্য সচিব জনাব আব্দুস সালাম আরিফ (কম্পিউটার শিক্ষক) এর স্বাক্ষর জাল করিয়া গোপনে অবৈধভাবে জনাবা শুক্লা রানী মন্ডল ও স্কুল অফিস সহকারী উজ্জল কুমার পাল একত্রে যোগসাজসে উক্ত টাকা তুলিয়া লইয়া আত্মসাৎ করিয়া ধরা পড়ায় স্কুল অফিস সহকারী জনাব উজ্জল কুমার পাল গত ইং ০৯/০৪/২০১৮ তারিখ অত্র স্কুলের জেনারেল ফান্ডে সঞ্চয়ী হিসাব ০০২০১৪৪৬৮/৩নং এ্যাকাউন্টে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা জমা প্রদান করিয়া দোষ স্বীকারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং জনাবা শুক্লা রানী মন্ডল এ বিষয়ে জড়িত মর্মে উজ্জল কুমার পাল নিজ হাতে লিখিয়া দিয়া স্বীকার করেন। তাহাছাড়া দায়ীত্বশীল আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে প্রধান শিক্ষক শুক্লা রানী মন্ডলের বিষয়টি আড়াল করার কোন সুযোগ নেই। যেহেতু যৌথ স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা হয়। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এ ব্যাপারে গত গত ইং ২৯/৩/২০১৮ তারিখ-এর সিদ্ধান্তক্রমে মামলা দায়েরের জন্য জনাব তরিকুল ইসলাম (অত্র স্কুলের ম্যঅনেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য) কে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ক্ষমতা প্রদান করায় জনাব তরিকুল ইসলাম বাগেরহাট বিজ্ঞ অতিঃ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে পি ৩০/১৮নং জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাৎ এর মোকর্দ্দমা করেন, যাহা বর্তমানে সি.আর-৩৮৮/১৮ (ধারা-৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪০৮/১০৯ দঃ বিঃ)। বাগেরহাট সদর মডেল থানার ওসি তদন্তপূর্বক স্বাক্ষর

জালিয়াতীর মাধ্যমে উক্ত টাকা উত্তোলন করিয়াছেন মর্মে সত্য এই রিপোর্ট দিলে গত ২৭/১২/২০১৮ তারিখ বিজ্ঞ আদালত জনাবা শুক্লা রানী মন্ডল ও উজ্জল কুমার-এর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট (গ্রেফতারী পরওয়ানা) জারী করিলে জনাবা শুক্লা রানী মন্ডল দীর্ঘদিন পলাতক থাকিয়া পুলিশের তাড়া খাইয়া বাধ্য হইয়া গত ইং ০৪/২/২০১৯ তারিখ আদালতে হাজির হইলে অপরাধের গুরুত্ব ও সত্যতা থাকায় বিজ্ঞ আদালত তাহাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। অনেকবার ১৩/২/২০১৯, ২০/২/২০১৯, ২৬/২/২০১৯ তারিখে জামিনের আবেদন করিলেও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় তাহার জামিন মঞ্জুর করেন নাই (আদালতের আদেশনামা সংযুক্ত)। অবশেষে জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলের আইনজীবীর মানবিক আবেদনে গত ০৪/৩/২০১৯ তারিখ বিজ্ঞ আদালত তাহাকে জামিনে মুক্তি দেন। অফিস সহকারী উজ্জল কুমার পাল এখনও হাজির হন নাই বা পলাতক রহিয়াছে। মোকর্দ্দমাটি বিচারাধীন আছে।

(ছ) অত্র স্কুলের শিক্ষক মন্ডলীদের সংগে অসৌজন্য আচরণ, দুর্ব্যবহার অসাদাচরনের কারনে স্কুলের সকল শিক্ষক শুক্লা রানী মন্ডল (প্রধান শিক্ষক)-এর বিরুদ্ধে এ সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির নিকট প্রদান করিয়া বিচার দাবী করিয়াছেন।

(জ) অত্র স্কুলে NTRCA থেকে বিপিএড শিক্ষক দিলেও তিনি একক সিদ্ধান্তে নিয়োগ দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় বিপিএড শিক্ষক সংকটের কারণে স্কুলে পি.টি. প্যারেড প্রশিক্ষণসহ সহায়ক ক্লাশ পেতে ছাত্রীদেরকে বঞ্চিত করে স্কুলকে ক্ষতির সম্মুখে ফেলে রাখিয়াছেন।

(ঝ) তাহার বিরুদ্ধে এ সকল গুরুতর অভিযোগ ছাড়াও আরও বেশ কিছু অভিযোগ একের পর এক ম্যানেজিং কমিটিতে উত্থাপিত হইতে থাকিলে ম্যানেজিং কমিটি গত ইং ১৭/০২/২০১৮ তারিখে আলোচনা করেন এবং এ সকল অভিযোগ তদন্তের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৯/০৩/২০১৮ ইং তারিখে ম্যানেজিং কমিটিতে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের তদন্তে অভিযোগ সত্যতা প্রমান পাওয়ায় ম্যানেজিং কমিটির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মতে অত্র শুক্লা রানী মন্ডলকে সাময়িক বরখাস্ত করার ও স্কুলের চার্জ বুঝে দেওয়ার জন্য ম্যানেজিং কমিটির আলোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে বিধিমোতাবেক জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলকে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জাউবাবি/০৪/১৮নং স্মারকের মাধ্যমে সাময়িক বরখাস্ত করিয়া স্কুলের চার্জ বুঝে দেওয়ার জন্য শুক্লা রানী মন্ডলকে নির্দেশ দেওয়া হইলেও তিনি স্কুলের চার্জ বুঝাইয়া না দিয়া স্কুল পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ, খাতাপত্র, চাবি ইত্যাদি বহু মালামাল নিজ হেফাজতে অবৈধ আটক রাখায় স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে অত্র স্কুল শিক্ষিকা দিলরুবা বেগম উক্ত মালামাল উদ্ধারের জন্য বিজ্ঞ অতিঃ জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ৯৮ ধারায় শুক্লা রানী মন্ডল-এর বিরুদ্ধে মিস ৫১/১৮ (বাগেরহাট সদর) মামলা করায় বিজ্ঞ আদালত মোকর্দ্দমাটি

জেলা শিক্ষা অফিসারের উপর তদন্ত রিপোর্ট পেশের জন্য দেওয়া হইলে জনাব (১) মানিক অধিকারী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা (কচুয়া উপজেলা) অফিসার, (২) জনাব হিসামুল হক, উপজেলা (সদর) একাডেমিক সুপার ভাইজার, (৩) জনাব রবিউল ইসলাম, সহকারী পরিদর্শক, জেলা শিক্ষা অফিস বাগেরহাটগণ গত ইং ২৫/৬/২০১৮ ইং তারিখে শুক্লা রানী মন্ডলের নিকট থাকা (অবৈধ আটক অবস্থা) মিস ৫১/১৮ মামলায় উল্লেখিত মালামালের মধ্যে কতক (১০ প্রকার) মালামাল উদ্ধার করিয়া স্কুলে ফেরৎ প্রদান করেন। ক্যাশ খাতা, ভাউচার গার্ডফাইল, রেজুলেশন চেকবই সহ আরও অনেক মালামাল এখনও অবৈধ আটক অবস্থায় তিনি বে-আইনীভাবে নিজ হেফাজতে রাখিয়া স্কুলের মারাত্মক ক্ষতি করিয়া চলিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, আদালতের নির্দেশমত শিক্ষা অফিসারগণ উক্ত মামলার তদন্ত রিপোর্ট আদালতে উপস্থাপন করেননি। ফলে মামলাটি দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আরও উল্লেখ থাকে যে, মালামাল উদ্ধার পাইবার জন্য প্রথমে ডিসি মহোদয় বরাবর আবেদন করিলেও কোন কাজ না হওয়ায় অবশেষে মিস ৫১/১৮নং মামলাটি করা হয়।

(ঞ) জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলের বিরুদ্ধে উল্লেখিত গুরুতর অপরাধ বিষয়ে প্রমানিত হওয়ায় গত ইং ২৬/৪/২০১৮ তারিখে তাহার সকল অপকর্মের বিষয়ে আলোচনা হইলে মিটিংয়ে উপস্থিত সকল সদস্যগণ জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলকে স্থায়ীভাবে বরখাস্তের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্তে সকলে একমত পোষণ করায় ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মতে স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলকে বিধি মোতাবেক সকল অপরাধ বিষয়ে অবহিত করিয়া গত ২৮/৪/২০১৮ তারিখে ৫/১৮নং স্মারকে স্থায়ী বরখাস্তের জন্য কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদান করিলে জনাবা শুক্লা রানী মন্ডল নোটিশের কোন জবাব প্রদান করেন নাই ও জবাব প্রদানের জন্য কোন সময়ও প্রার্থনা করেন নাই। গত ইং ০৭/৫/২০১৮ তারিখে সম্পূর্ণ অসত্য উক্তি উত্থাপনে দেওয়ানী আদালতে উক্ত সাময়িক বরখাস্তের বিরুদ্ধে দেঃ-১০৬/১৮ (সদর) মামলা করিয়া স্কুল কর্তৃপক্ষের দেওয়া সাময়িক বরখাস্তের নোটিশ বে-আইনী মর্মে নিষেধাজ্ঞার মামলা করিলে বিজ্ঞ আদালত জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলের সকল অসাদাচরন ও স্কুলের দেওয়া সকল কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া শুক্লা রানী মন্ডলের নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত না মঞ্জুর করেন গত ২৫/০৩/২০১৯ ইং তারিখে (রায়ের কপি সংযুক্ত)।

(ট) জনাব শুক্লা রানী মন্ডল গত ইং ২৮/৪/২০১৮ তারিখের ৫/১৮নং স্মারকের কারণ দর্শাইবার নোটিশের জবাব প্রদান না করায় স্কুল ম্যানেজিং কমিটি গত ইং ০৭/৬/২০১৮ তারিখে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলের বিরুদ্ধে এ সকল অভিযোগের বিষয়ে আবারও ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি দ্বারা তদন্ত করিয়া পরবর্তী মিটিংয়ে তদন্ত রিপোর্ট উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় গত ইং ১৫/০৬/২০১৮ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তাগণ ম্যানেজিং কমিটির আলোচনা সভায় উক্ত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করিলে জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ সত্য প্রমানিত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ইং

৩০/৭/২০১৮ তারিখে ১৪/১৮নং স্মারকের কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে। অত্র স্কুল ম্যানেজিং কমিটি বিধি বিধান অনুসরণ করিয়া জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলকে সকল অভিযোগের বিষয়ে অবহিত করিয়া স্থায়ী বরখাস্ত করার জন্য কেন অনুমোদন চাওয়া হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার নোটিশ দিয়া জবাব দাখিলের জন্য ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য চাহেন কিনা তাহা উল্লেখে নোটিশ প্রদান করা হইলে তিনি জনাবা শুক্লা রানী মন্ডল জবাব প্রদান না করিয়া বিধি-বিধান অনুসরণ না করিয়া দেওয়ানী আদালতে উক্ত বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার মামলা (দে:-১০৬/১৮ সদর) করায় স্কুল কর্তৃপক্ষ (দরখাস্তকারী) পরবর্তীতে নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া জনাব শুক্লা রানী মন্ডল উক্ত মামলার বিষয় জানিয়া আবেদন করেন নাই। যেহেতু দেওয়ানী আদালত বাদী জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলের নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত না-মঞ্জুর (খারিজ) করিয়াছেন। সেহেতু পূর্বের সিদ্ধান্ত এবং বর্তমান (১০/৪/২০১৯ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত) সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থায়ী বরখাস্তের অনুমোদন চেয়ে আবেদন করার সিদ্ধান্ত (ম্যানেজিং কমিটিতে) গৃহিত হওয়ায় অত্র দরখাস্ত দেওয়া হইল।

প্রকাশ থাকে যে, জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলের সকল অসদাচারণ ও দূর্নিতী, ক্ষমতার অপব্যবহার, অসৌজন্যমূলক আচরনের যাহা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া স্কুলের সুনাম মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ায় স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও দিন দিন লোপ পাইতেছে। অভিভাবক মহলে জানাজানির কারণে স্কুলে ভর্তি করতে অনিহা প্রকাশ করে চলেছে। প্রধান শিক্ষিকা (বরখাস্তকৃত) শুক্লা রানী মন্ডলকে বরখাস্ত করা হইলে এবং চেক জ্বালিয়াতী মামলায় জেল হাজতে আটক থাকিলে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বাগেরহাটবাসী ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার মর্যাদায় বিবেচনা করিয়া অত্র স্কুলে আবারও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং স্কুলের সুনাম মর্যাদা আবারও ফিরিয়া পাইবে।

অতএব, মহাত্মনের নিকট একান্ত আবেদন, সকল অভিযোগ ও সকল বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়া ও দাখিলী সকল কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে জনাবা শুক্লা রানী মন্ডলকে স্থায়ী বরখাস্তকরনের আবেদনখানি মঞ্জুর করিয়া স্থায়ী বরখাস্তসহ বেতন বন্ধের জন্য অনুমোদন দানে মর্জি হয়।

নিবেদক

(শেখ মোহাম্মদ আলী)
সভাপতি
বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ
জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
ও
এ্যাডভোকেট (পিপি)
জজ কোর্ট, বাগেরহাট

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরীত:

১। মহাপরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
২। পরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।
৩। জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট।
৪। জেলা শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট।

তাং ২৬/১০/২০২১

বরাবর,

সভাপতি,

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।

বিষয়:- মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ১৫৯৮/২১ নং মোকর্দ্দামার আদেশে বাস্তবায়ন প্রসংঙ্গে।

মহাত্তন,

যথাযথ সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি শুক্লা রানী মন্ডল প্রধান শিক্ষক জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শালতলা বাগেরহাট,অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ০৪/০৪/২০১৮ ইং তারিখ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি আমাকে সম্পূর্ন অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত করেন। উক্ত আদেশের বিপরীতে আমি সহকারী জজ আদালতে ১০৬/১৮ নং মোকর্দমা করি ও বাগেরহাট জেলা জজ আদালতে ১১/১৯ নং মোকর্দমা করি। উভয় মোকর্দ্দমা মাননীয় জজ বাহাদুর আমার আবেদন খারিজ করেন। অবশেষে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ১১৪৯/২১ নং মোকর্দমায় আমাকে স্বপদে বহাল থেকে বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনার আদেশ প্রদান করেন। অপর দিকে আমার প্রতিপক্ষগন মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ১১৪৯/২১ নং আদেশের বিপরীতে ১৫৯৮/২১ নং মোকর্দমা দায়ের করেন। উক্ত নং মোকদ্দমায় শুনানীঅন্তে বিচারক মন্ডলী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর কর্তৃক শালিশ করে বিষয়টি নিস্পত্তির সিদান্তের আদেশ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের১৬/০৯/২১ইং তারিখের আদেশের নথি আপনার দপ্তরে প্রাপ্তির ২মাসের মধ্যে বিষয়টি মীমাংশার আদেশক্রমে অনুরোধ করেন। বিনীত ভাবে জানাচ্ছি যে, বর্তমানে আমি আমার সন্তান-সন্ততি নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছি।

অতএব মহাত্মন সমীপে আকুল প্রার্থনা, উল্লেখিত বিষয় সদয় বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে মর্জি হয়।

বিনীত

শুক্লা রানী মন্ডল (এম.এ.বি.এড)
প্রধান শিক্ষক
ইনডেক্স নং-২১৬৩৪৫
জাহানাবাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শালতলা, বাগেরহাট

সংযুক্তি:-

১। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ১৫৯৮/২১ নং মোকর্দ্দামার আদেশের ছায়ালিপি।